[২০১৯] ৬ এস. সি. আর. ৮১৯

হারি স্টিল অ্যান্ড জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড. ও আরেকজন

বনাম

ডালজিৎ সিং ও অন্যান্য

(২০১৯ সালের সিভিল আপিল নং ৪২৬৫)

এপ্রিল ২৪,২০১৯

[আর. বানুমথি এবং আর. সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতিদ্বয়]

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ – আদেশ ১২, বিধি ৬ – স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় – প্রতিপক্ষ-বাদীগণের বক্তব্য যে আপীলকারী নং ২-বিবাদী তাদের কাছে মামলাধীন সম্পত্তি এবং 'টি' নামক একটি অটোমোবাইল কোম্পানির চলমান ব্যবসার ফ্র্যাঞ্চাইজি অধিকার বিক্রির জন্য যোগাযোগ করেছিলেন – বাদীগণ অভিযোগ করেন যে আপীলকারী কোম্পানি মামলাধীন তফসিল সম্পত্তি এবং চলমান ব্যবসার মোট ৫৫.৫০ কোটি টাকার বিনিময়ে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করেছে – আরও অভিযোগ করা হয় যে বাদীগণ আপীলকারীদের ৫ কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন, যার মধ্যে ২ কোটি টাকা চেকের মাধ্যমে এবং ৩ কোটি টাকা নগদ পরিশোধ করা হয়েছে – পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় – বাদীগণ বিক্রয় চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলা দায়ের করেন – আপীলকারী-বিবাদীগণ প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে বাদীগণ বিক্রয় চুক্তি জাল/সৃষ্টি করেছেন – প্রতিকারের বিরোধিতা করার সময়, আপীলকারীরা স্বীকার করেন যে বাদীগণের সাথে জমি বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তি করা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতি, পরিধি এবং বিভিন্ন ধারা চূড়ান্ত না হওয়ায় চুক্তিটি কখনই চূড়ান্ত হয়নি – আপীলকারীরা ৩ কোটি টাকা প্রাপ্তির বিষয়েও আপত্তি জানান, যা বাদীগণ নগদ মাধ্যমে পরিশোধ করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে – বাদীগণ আদেশ ১২, বিধি ৬ এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেন – হাইকোর্টের একক বিচারক আদেশ ১২, বিধি ৬ এর অধীনে আবেদনটি খারিজ করে দেন – যাইহোক, হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ একক বিচারকের আদেশ বাতিল করে আবেদনটি মঞ্জুর করে – আপীলে, ধার্য করা হলো: শুধুমাত্র ব্যবস্থা/চুক্তি করার স্বীকারোক্তিকে আদেশ ১২, বিধি ৬ এর অধীনে দায়ের করা আবেদন মঞ্জুর করে রায় প্রদানের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট এবং শর্তহীন স্বীকারোক্তি হিসাবে গণ্য করা যায় না – হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ এই ধরনের স্বীকারোক্তিগুলিকে আদেশ ১২, বিধি ৬ এর অধীনে আবেদনের নিষ্পত্তির জন্য ভুলভাবে সুস্পষ্ট এবং শর্তহীন স্বীকারোক্তি হিসাবে বিবেচনা করেছে – আরও, ২০০৬ সালের ০১.১১ তারিখে মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং ২০০৭ সালের ০৯.০২ তারিখে আদেশ ১২, বিধি ৬ এর অধীনে আবেদনটি দায়ের করা হয়েছিল – ২০১০ সালে বিষয়, অতিরিক্ত বিষয় প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং বিচারও শুরু হয়েছিল –

সেই পরিপ্রেক্ষিতে, এই পর্যায়ে আদেশ ১২, বিধি ৬ এর অধীনে আদেশ দেওয়ার কোনও কারণ ছিল না – গুরুতর বাস্তবিক বিরোধ এবং মামলায় আপীলকারীদের প্রতিরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২, বিধি ৬ এর অধীনে দায়ের করা আবেদনের নিষ্পত্তির জন্য অনুসন্ধানী তদন্ত করা অনুমোদিত নয় – যখন বিচার ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, তখন প্রমাণ মূল্যায়নের মাধ্যমে মামলার বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় এবং বিরোধের উপর গুণাগুণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়, তবে এই পর্যায়ে মামলাটি ডিক্রি করার কোনও কারণ বা ন্যায্যতা নেই – উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চের বিতর্কিত রায় বাতিল করা হলো এবং হাইকোর্টের একক বিচারকের আদেশ পুনরুদ্ধার করা হলো।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

ধার্য করা হয়েছেঃ ১. বিভিন্ন রায়ে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক স্থাপিত অনুপাত প্রয়োগ করে ধার্য করা হলো যে, প্রতিপক্ষ-বাদীগণ যেমন দাবি করেছেন, তেমন কোনো সুস্পষ্ট এবং শর্তহীন স্বীকারোক্তি নেই। আপীলকারীদের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যে, ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তির ৩ এবং ৪ নম্বর পৃষ্ঠাগুলি বিকৃত এবং তাদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে, যখন নির্দিষ্ট বিষয় ইতিমধ্যেই প্রণয়ন করা হয়েছে, তখন বলা যায় না যে আপীলকারীদের দ্বারা সুস্পষ্ট এবং শর্তহীন স্বীকারোক্তি রয়েছে। শুধুমাত্র ব্যবস্থা/চুক্তি করার স্বীকারোক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যায় না, আপীলকারীদের আরও আপত্তিগুলি বিবেচনা না করে যে চুক্তির নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাগুলি জাল করা হয়েছে। আপীলকারীরা যদি দাবি অনুযায়ী প্রমাণ করতে পারে যে চুক্তিটি জাল করা হয়েছে, তবে বিচারের পরে এটি প্রতিপক্ষ-বাদীগণের দাবির মামলার মূল পর্যন্ত পৌঁছায়। [অনুচ্ছেদ ৩৩][৮৪০-জি-এইচ; ৮৪১-এ-বি]

২. এই মামলায় উল্লেখ্য যে, মামলাটি ১.১১.২০০৬ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল এবং ২৫.০১.২০০৭ তারিখে লিখিত জবাব দায়ের করা হয়েছিল এবং আদেশ ১২, বিধি ৬ এর অধীনে আবেদনটি ৯.২.২০০৭ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল। ২০১০ সালে বিষয় এবং অতিরিক্ত বিষয় প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং বিচারও শুরু হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, এই পর্যায়ে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২, বিধি ৬ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে দাবি করা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মামলা ডিক্রি করার জন্য এখন বিতর্কিত আদেশ পাস করার কোনো কারণ নেই। মামলায় গুরুতর বাস্তবিক বিরোধ এবং আপীলকারীদের প্রতিরক্ষা বিবেচনা করে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২, বিধি ৬ এর অধীনে দায়ের করা আবেদনের নিষ্পত্তির জন্য অনুসন্ধানী তদন্ত করা অনুমোদিত নয়। যখন বিচার ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, তখন

এটা বাঞ্ছনীয় যে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় এবং বিরোধের উপর সাক্ষ্য মূল্যায়নের মাধ্যমে গুণাগুণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হোক, কিন্তু একই সময়ে এই পর্যায়ে মামলা ডিক্রি করার কোনো কারণ বা ন্যায্যতা নেই। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় বহাল রাখা যায় না এবং শুধুমাত্র এই ভিত্তিতেই বাতিল হওয়ার যোগ্য। [অনুচ্ছেদ ৩৭][৮৪২-ই-জি]

৩. আরও উল্লেখ্য যে, মামলাটি বিক্রয় চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য। চাওয়া প্রতিকারটি ন্যায়সঙ্গত এবং বিবেচনামূলক প্রতিকার। দলিল সম্পাদনের জন্য বাদীগণের প্রস্তুতি এবং ইচ্ছা প্রমাণ করতে হবে। প্রথম দৃষ্টান্ত হিসেবে, ১.১১.২০০৬ তারিখে দায়ের করা আরজিতে এমন কোনো বক্তব্য ছিল না। লিখিত জবাব দাখিলের পর, ২০.৩.২০০৭ তারিখে বাদীগণের প্রস্তুতি এবং ইচ্ছার বক্তব্য আরজিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন দাখিল করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে মঞ্জুর করা হয়। বিতর্কিত আদেশ পাস হওয়ার পর তারা অবশিষ্ট অর্থ জমা দিয়েছে, শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে বাদীগণের প্রস্তুতি এবং ইচ্ছা অনুমান করা যায় না। লিখিত জবাব সংশোধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান না হলেও, বাদীগণের উপর চুক্তি সম্পাদনের জন্য তাদের ইচ্ছা এবং প্রস্তুতি প্রমাণ করা বাধ্যতামূলক, নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার দাবি করার জন্য। আনিগ্লাসে ইয়োহান্নান বনাম রামলথা এবং অন্যান্য মামলায় আপীলকারীদের দ্বারা নির্ভর করা রায়ে, এই আদালত ধার্য করেছে যে, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ১৬(গ) ধারা এবং ব্যাখ্যা (ii) এর পিছনে মূল নীতি হলো, কোনো ব্যক্তি যদি চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের সুবিধা চায়, তবে তাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে তার আচরণ নির্দিষ্ট প্রতিকারের অধিকারী হওয়ার জন্য সর্বত্র নির্দোষ ছিল। উপরোক্ত রায়ে, এই আদালত আরও ধার্য করেছে যে, আদালত প্রতিকার চাওয়া ব্যক্তির আচরণের ভিত্তিতে প্রতিকার মঞ্জুর করবে। এই আদালতের উক্ত রায় এখানে আপীলকারীদের বক্তব্যকেও সমর্থন করে। [অনুচ্ছেদ ৩৮][৮৪২-এইচ; ৮৪৩-এ-ই; ৮৪৪-এ]

৪. উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, হাইকোর্ট দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২, বিধি ৬ এর অধীনে দায়ের করা আবেদনের উপর রায় প্রদানের মাধ্যমে মামলা ডিক্রি করে বিতর্কিত রায় পাস করে ত্রুটি করেছে। বিতর্কিত রায় বাতিল হওয়ার যোগ্য। [অনুচ্ছেদ ৪০][৮৪৪-সি-ডি]

হিমানি অ্যালয়স লিমিটেড বনাম টাটা স্টিল লিমিটেড (২০১১) ১৫ সুপ্রিম কোর্ট কেস (এসসিসি) ২৭৩ : [২০১১] ৭ সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট (এসসিআর) ৬০ ; এস.এম. আসিফ বনাম বীরেন্দ্র কুমার বাজাজ (২০১৫) ৯ সুপ্রিম কোর্ট কেস (এসসিসি) ২৮৭ : [২০১৫] ৯ সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট (এসসিআর) ১৭৯ ; বলরাজ তানেজা এবং অন্য বনাম সুনীল মাদান এবং অন্য (১৯৯৯) ৮ সুপ্রিম কোর্ট কেস (এসসিসি) ৩৬ : [১৯৯৯] ২ অতিরিক্ত সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট (সম্পুরক এসসিআর) ২৫৮ ; অ্যাংলাসে ইয়োহানান বনাম রামলাথা এবং অন্য (২০০৫) ৭ সুপ্রিম কোর্ট কেস (এসসিসি) ৫৩৪ : [২০০৫] ৩ অতিরিক্ত সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট (সম্পুরক এসসিআর) ৪৪০ – অনুসরণ করা হয়েছে।

কামাল কুমার বনাম প্রেমলতা জোশী ২০১৯ সুপ্রিম কোর্ট অনলাইন কেস (এসসি অনলাইন এসসি) ১২ ; সরদাদামানি কান্ডাপ্পান বনাম রাজালক্ষ্মী এবং অন্যান্য (২০১১) ১২ সুপ্রিম কোর্ট কেস (এসসিসি) ১৮ : [২০১১] ৮ সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট (এসসিআর) ৮৭৪ ; বলদেব সিং এবং অন্যান্য বনাম মনোহর সিং এবং অন্যান্য (২০০৬) ৬ সুপ্রিম কোর্ট কেস (এসসিসি) ৪৯৮ : [২০০৬] ৪ অতিরিক্ত সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট (সম্পুরক এসসিআর) ২৫৯ ; উষা বালাশাহেব স্বামী এবং অন্যান্য বনাম কিরণ আপ্পাসো স্বামী এবং অন্যান্য (২০০৭) ৫ সুপ্রিম কোর্ট কেস (এসসিসি) ৬০২ : [২০০৬] ৪ অতিরিক্ত সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট (সম্পুরক এসসিআর) ২৫৯ ; উত্তম সিং দুগ্গাল অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড বনাম ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য (২০০০) ৭ সুপ্রিম কোর্ট কেস (এসসিসি) ১২০ : [২০০০] ২ অতিরিক্ত সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট (সম্পুরক এসসিআর) ১৮৭ ; করম কাপাহী এবং অন্যান্য বনাম লাল চাঁদ পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং অন্যান্য (২০১০) ৪ সুপ্রিম কোর্ট কেস (এসসিসি) ৭৫৩ : [২০১০] ৪ সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট (এসসিআর) ৪২২ ; উষা রেকটিফায়ার কর্পোরেশন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড বনাম কেন্দ্রীয় আবগারি ও শুল্ক কমিশনার, নয়া দিল্লি (২০১১) ১১ সুপ্রিম কোর্ট কেস (এসসিসি) ৫৭১ : [২০১১] ৩ সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট (এসসিআর) ৩৪৭ ; বাসন্ত সিং বনাম জানকি প্রসাদ এবং অন্যান্য এয়ার (এআইআর) ১৯৬৭ সুপ্রিম কোর্ট (এসসি) ৩৪১ : [১৯৬৭] ১ সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট (এসসিআর) ১ ; বিজয়া মনি বনাম সত্য ভূষণ কউর (২০০৭) (১৪২) দিল্লি আইন রিপোর্ট (ডিএলটি) ৪৮৩ ; রাজীব শ্রীবাস্তব বনাম সঞ্জীব তুলী এবং অন্যান্য এয়ার (এআইআর) ২০০৫ দিল্লি (ডেল) ৩১৯ ; থিম্মাপ্পা রাই বনাম রামানাথ রাই এবং অন্যান্য ২০০৬ সুপ্রিম কোর্ট কেস (এসসিসি) ৬৩৩ : [২০০৬] ৬ সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট (এসসিআর) ৮৫৫ ; আল্‌ট্রাম্যাটিক সিস্টেমস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য (২০০৭) ৪ মহারাষ্ট্র আইন রিপোর্ট (এমএইচ.এল.জে.) ৮৪৭ – উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০১৫] ৯ এস. সি. আর. ১৭৯	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১১] ৭ এস. সি. আর. ৬০	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১৬
[১৯৯৯] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর. ২৫৮	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১১] ৮ এস. সি. আর. ৮৭৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০০৬] ৪ সম্পূরক. এস. সি. আর. ২৫৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০০৬] ৪ সম্পূরক এস. সি. আর. ২৫৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬

[২০০০] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ১৮৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
[২০১০] ৪ এস. সি. আর ৪২২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
[২০১১] ১ এস. সি. আর ৩৪৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
[১৯৬৭] এস. সি. আর ১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
[২০০৬] ৬ সম্পূরক এস. সি. আর ৮৫৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
[২০০৫] ৩ সম্পূরক এস. সি. আর ৪৪০	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ২৪

দেওয়ানী আপীল এখতিয়ার: ২০১৯ সালের ৪২৬৫ নম্বর দেওয়ানী আপীল

দিল্লী হাইকোর্টের নতুন দিল্লীর এফএও (ওএস) নং ২৬৮/২০১৭-এর ২০১৮ সালের ০২.০৮ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে।

আপীলকারীদের পক্ষে রঞ্জিত কুমার, পি. এস. নরসিমহা, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, মণীশ আগরওয়াল, মিসেস রুনুল রাস্তোগী, মিসেস স্নেহালতা মল, রাহুল জি. তানওয়ানি, ভি. সি. শুক্লা, মিসেস সিন্দুসা ভিএনএল, মিসেস সৌম্য জয়করণ সিং, ঋষি রাজ শর্মা, ড. (মিসেস) বিপিন গুপ্ত, অ্যাডভোকেটগণ।

প্রতিপক্ষদের পক্ষে শ্যাম দিভান, আর. বসন্ত, এ. এস. চান্দিওক, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, মিসেস মনমিত অরোরা, মিসেস কাবেতা ওয়াদিয়া, ঋষভ বনসাল, শশাঙ্ক ত্রিপাঠী, কেশব সেহগাল, মিসেস সামাপিকা বিশ্বাস, মিসেস শ্রুতি জোসে, আশীষ ধোলাকিয়া, পি. এস. সুধীর, রোহান চাওলা, ঋষি মহেশ্বরী, মিসেস অ্যান ম্যাথিউ, ভারত সুদ, মিসেস শ্রুতি জোসে, অ্যাডভোকেটগণ।

আদালতের রায় প্রদান করেছেন আর. সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতি। ১. অনুমতি মঞ্জুর করা হলো।

২. এই দেওয়ানী আপীলটি ২০০৬ সালের সিএস(ওএস) নং ২০৪৬ মামলায় বিবাদী নং ১ এবং ২ দ্বারা দায়ের করা হয়েছে, যা ২০১৮ সালের ২রা আগস্ট দিল্লী হাইকোর্টের এফএও (ওএস) নং ২৬৮/২০১৭-এ প্রদত্ত রায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। উপরোক্ত রায় দ্বারা, হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ, ২০০৬ সালের সিএস (ওএস) নং ২০৪৬-এ ২০০৭ সালের আইএ নং ১৫৫৭-এ প্রদত্ত ২০১৭ সালের ২৪.৭ তারিখের রায় বাতিল করে, অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন এবং প্রতিপক্ষ-বাদীগণের ফলস্বরূপ প্রার্থনা মঞ্জুর করেছে এবং নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী সহ মামলাটি ডিক্রি করেছে:

"(i) ২০০৭ সালের আইএ নং ১৫৫৭/২০০৭-এ বিজ্ঞ একক বিচারক দ্বারা প্রদত্ত ২০১৭ সালের ২৪শে জুলাইয়ের আদেশটি এতদ্বারা বাতিল এবং রদ করা হলো।

(ii) আইএ নং ১৫৫৭/২০০৭ এতদ্বারা মঞ্জুর করা হলো এবং ফলস্বরূপ মামলায় বাদীগণের প্রার্থনা, যেমন চাওয়া হয়েছে, ডিক্রি করা হলো।"

(iii) রেজিস্ট্রি সেই অনুযায়ী একটি ডিক্রি শীট তৈরি করবে।

(iv) আপীলকারীরা আজ থেকে তিন মাস ১৫ দিনের মধ্যে বিবাদী নং ১-কে ৫০.৫০ কোটি টাকার অবশিষ্ট অর্থ প্রদান করবে।

(v) অর্থ প্রাপ্তির পর, প্রতিপক্ষরা অবিলম্বে আপীলকারীদের পক্ষে বিক্রয় দলিল এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য নথি সম্পাদন করবে। প্রতিপক্ষ নং ২-এর দায়িত্ব হবে কোনো কর্তৃপক্ষ বা বিভাগ থেকে কোনো অনুমতি থাকলে তা সহ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা এবং আপীলকারীদের পক্ষে অবিলম্বে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল সম্পাদন নিশ্চিত করা।

(vi) যদি প্রতিপক্ষরা আপীলকারীদের কাছ থেকে অর্থের পেমেন্ট গ্রহণ না করে, তবে আপীলকারীরা এই আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের নামে চেক দ্বারা সিএস(ওএস) নং ২০৪৬/২০০৬-এ অর্থ জমা দেবে। জমা দেওয়ার পর, রেজিস্ট্রি উক্ত চেকটি ভাঙাবে এবং সেই অর্থের পরিমাণ প্রাথমিকভাবে ছয় মাসের জন্য একটি ফিক্সড ডিপোজিট রসিদে রাখবে, যা মামলার কার্যক্রমে বিজ্ঞ একক বিচারকের পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত পুনর্নবীকরণ করা হবে।

(vii) এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আপীলকারীরা বিজ্ঞ একক বিচারকের যথাযথ কার্যক্রমের মাধ্যমে রায় এবং ডিক্রি কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত প্রতিকার চাইতে অধিকারী হবে।

(viii) মামলার বিচারে প্রতিপক্ষদের কারণে বিলম্ব এবং আদালতের সামনে তাদের আচরণ বিবেচনা করে, প্রতিপক্ষরা আপীলকারীদের প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকা হারে ১ নভেম্বর, ২০০৬ থেকে জুলাই, ২০১৮ পর্যন্ত মামলার খরচ প্রদান করবে, যা ১১ ১/২ বছরের জন্য মোট ১১,৫০,০০০ টাকা।

(ix) দিল্লি হাইকোর্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস কমিটি, দিল্লি হাইকোর্ট মধ্যস্থতা এবং আপোষ কেন্দ্র এবং দিল্লি আন্তর্জাতিক সালিশ কেন্দ্রকে ১,০০,০০০ টাকা করে খরচ প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হলো, যা প্রতিপক্ষরা আজ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করবে এবং জমার প্রমাণ রেজিস্ট্রিতে দাখিল করা হবে। জমার পর অবিলম্বে কাউন্সেলের মাধ্যমে আপীলকারীদের রসিদের কপি উপলব্ধ করা হবে।

(x) যদি বিবাদীরা উপরে বর্ণিত দফা (viii) এবং (ix) অনুযায়ী খরচ জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে আপিলকারীরা

হারি স্টিল অ্যান্ড জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড. ও আরেকজন বনাম ডালজিৎ সিং ও অন্যান্য ৮২৫

[আর. সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতি]

বাকি বিক্রয় বিবেচনা থেকে খরচের পরিমাণ কেটে ডিএইচসিএলএসসি, ডিএইচসিএমসিসিএবং ডিআইএসি-এর প্রত্যেকের কাছে ১ লক্ষ টাকা খরচ জমা দেওয়ার অধিকারী হবেন। জমার প্রমাণ বিবাদীদের কাছে পাঠানো হবে।

(xi) মামলায় তারিখ পর্যন্ত খরচের পেমেন্ট সংক্রান্ত আমরা যে আদেশ দিচ্ছি তার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা বর্তমান আপীলে প্রতিপক্ষদের উপর আরও খরচ আরোপ করা থেকে বিরত থাকছি।

(xii) আপীলটি উপরোক্ত শর্তে মঞ্জুর করা হলো।"

৩. বিজ্ঞ একক বিচারক দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬ এর অধীনে দায়ের করা উপরোক্ত মামলার আইএ নং ১৫৫৭-এর আবেদনটি খারিজ করেছেন। প্রতিপক্ষ নং ১ এবং ২-বাদীগণ মামলায় তাদের দাবি করা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায়ের জন্য উপরোক্ত আবেদনটি দায়ের করেছেন। বাদীগণের দায়ের করা আপীলে বিভাগীয় বেঞ্চ বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশ বাতিল করে উপরে উল্লিখিত প্রতিকার মঞ্জুর করেছে।

৪. প্রতিপক্ষ-বাদীগণ উপরোক্ত মামলাটি দায়ের করেছেন ২০০৫ সালের ৭.৪ তারিখে সম্পাদিত এবং ২০০৫ সালের ৩.৫ তারিখে আরও নথিভুক্ত বিক্রয় চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ডিক্রির প্রার্থনা করে, এ-২২, মোহন কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মথুরা রোড, নতুন দিল্লী সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিপক্ষ-বাদীগণ এবং আপীলকারীদের মধ্যে। বাদীগণ আপীলকারী-বিবাদীগণ এবং অন্যদের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষের কাছে মামলাধীন সম্পত্তি বিক্রি, হস্তান্তর বা বোঝা চাপানো থেকে বিরত রাখার জন্য একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি এবং আপীলকারী নং ১/বিবাদী নং ১ কোম্পানির ১০ লক্ষ শেয়ারের তাদের শেয়ার হোল্ডিং হস্তান্তর বা বোঝা চাপানো থেকে বিবাদী নং ২ থেকে ৬-এর বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রিও চেয়েছিলেন। বাদীগণের বক্তব্য ছিল যে, এখানকার আপীলকারী নং ২, আপীলকারী নং ১ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং প্রধান শেয়ার হোল্ডার হিসাবে, মামলাধীন সম্পত্তি এবং 'সাউথ দিল্লী টয়োটা' নামে পরিচালিত ব্যবসা, ব্যবসার সদিচ্ছা সহ বিক্রয়ের জন্য প্রতিপক্ষ-বাদীগণের কাছে এসেছিলেন। তাদের বক্তব্য হলো যে, ২০০৫ সালের ৭.৪ তারিখে, প্রতিপক্ষ নং ১ এবং ২-বাদীগণ এবং প্রথম আপীলকারী কোম্পানি, এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর/২য় আপীলকারীর মাধ্যমে, মামলাধীন তফসিল সম্পত্তি বিক্রি, সদিচ্ছা হস্তান্তর এবং 'সাউথ দিল্লী টয়োটা'র চলমান ব্যবসার ফ্র্যাঞ্চাইজি অধিকার ৫৫.৫০ কোটি টাকার মোট বিবেচনার ভিত্তিতে একটি সমাপ্ত চুক্তিতে পৌঁছেছে। তাদের আরও মামলা হল যে ৭.৪.২০০৫ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে, বিবাদী-বাদীরা ২ কোটি টাকা, অর্থাৎ ১ কোটি টাকা

নগদ এবং ১ কোটি টাকা চেকের মাধ্যমে প্রদান করেছেন এবং উক্ত পরিমাণ আপিলকারী নং ২ দ্বারা স্বীকার করা হয়েছে। তাদের আরও মামলা হল যে তারা ৭.৪.২০০৫ তারিখের একটি সমঝোতা/চুক্তি অনুসারে ৩.৫.২০০৫ তারিখে বিক্রয়ের জন্য লিখিত চুক্তিতে প্রবেশ করেছেন। চুক্তিতে প্রকাশিত মোট পণের বিভাজন নিম্নরূপ:-

(i) এ-২২, মোহন কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মথুরা রোড, নতুন দিল্লীতে অবস্থিত জমি এবং ভবন ক্রয়ের জন্য ৪৯ কোটি টাকা।

(ii) 'সাউথ দিল্লী টয়োটা' নামে পরিচালিত টয়োটা কিরলোস্কার মোটরস প্রাইভেট লিমিটেডের ফ্র্যাঞ্চাইজি ডিলারশিপের চলমান ব্যবসা ক্রয়ের জন্য ৬ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

(iii) ১৫.৬.২০০৫ তারিখে সরবরাহ করতে সম্মত ব্যালেন্স শীটের ভিত্তিতে চলমান ব্যবসার সম্পদ এবং দায়গুলির মূল্যের পার্থক্য।

৫. বাদীগণের আরও বক্তব্য হলো যে, তারা ৩.৫.২০০৫ তারিখের লিখিত বিক্রয় চুক্তির তারিখে আপীলকারী নং ১ কোম্পানিকে আরও ৩ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তিতে, আংশিক বিবেচনার পেমেন্টের দিকটি নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে:

"২(ক) মোট ৫৫,৫০,০০,০০০/- টাকা (পঞ্চান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) বিবেচনার মধ্যে থেকে, ক্রেতারা বিক্রেতাকে ৫,০০,০০,০০০/- টাকা (পাঁচ কোটি টাকা মাত্র) আংশিক বিবেচনা হিসাবে পরিশোধ করেছে; এই বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের সময় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে:

ক) আইসিআইসিআই ব্যাংক, পাঞ্জাবি বাগ ওয়েস্ট, নতুন দিল্লীর উপর অঙ্কিত ৭.৪.২০০৫ তারিখের ৮৪০৭১১ নম্বর চেক - ১,০০,০০,০০০/- টাকা (এক কোটি টাকা মাত্র)

খ) আইসিআইসিআই ব্যাংক, পাঞ্জাবি বাগ ওয়েস্ট, নতুন দিল্লীর উপর অঙ্কিত ২৮.৪.২০০৫ তারিখের ৮৪০৬৩৩ নম্বর চেক - ১,০০,০০,০০০/- টাকা

গ) নগদ - ৩,০০,০০,০০০/- টাকা (তিন কোটি টাকা মাত্র)

যার প্রাপ্তি বিক্রেতা এতদ্বারা স্বীকার করছে।"

৬. মামলার আপীলকারী-বিবাদীগণ ২৫.০১.২০০৭ তারিখে তাদের লিখিত জবাব দাখিল করেছে।

৭. দাখিল করা লিখিত জবাবনামায়, আপীলকারীরা প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করে বলেছেন যে, প্রতিপক্ষ-বাদীরা ৩.৫.২০০৫ তারিখের বিক্রয় চুক্তি জাল/সৃষ্টি করেছেন,

হারি স্টিল অ্যান্ড জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড. ও আরেকজন বনাম ডালজিৎ সিং ও অন্যান্য ৮২৭ [আর. সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতি]

আপীলকারী নং ১-এর পরিচালক, শ্রী রাম দিলাওয়ারীর স্বাক্ষর জাল করে, যার ফলে, তারা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৫(১)(বি) ধারার অধীনে বিচারের জন্য দায়বদ্ধ। ২০০৫ সালের সিএস(ওএস) নং ১৫০৮-এর আইএ নং ৬১/২০০৬-এ ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪০ ধারার অধীনে তাদের দ্বারা শুরু করা কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে মামলার রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি নিয়েও আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, যেখানে তারা ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা আরও বলেছে যে, তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি পালনের জন্য প্রস্তুতি এবং ইচ্ছার কোনও আবেদন না থাকায়, ১৯৬৩ সালের নির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ১৬ ধারা দ্বারা মামলাটি বারিত।

৮. মামলায় যে ত্রাণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার বিরোধিতা করার সময়, আপিলকারী-বিবাদীরা আবেদন করেছেন যে যদিও উত্তরদাতা-বাদীদের সাথে জমি বিজ্ঞাপন-পরিমাপের বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তি করা হয়েছিল, ১৯০৭৪.৬৯ বর্গ গজ যার সংখ্যা এ-২২, মোহন কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মথুরা রোড, নয়াদিল্লি, কিন্তু উক্ত চুক্তিটি কখনই স্ফটিকায়িত করা হয়নি, কারণ প্রকৃতি, ব্যাপ্তি এবং বিভিন্ন ধারা এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। এটি আবেদন করা হয়েছে যে এটি এই সত্য থেকে স্পষ্ট যে ০৩.০৫.২০০৫ তারিখের চুক্তির সমস্ত প্রয়োজনীয় কলাম খালি রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং কেবল পারস্পরিক চুক্তির পরে পূরণ করা হয়েছিল। নির্দিষ্ট অনুমান করা হয়েছে, উল্লেখ করে যে উত্তরদাতারা-বাদীরা শ্রী টিআর এর সাথে মিলিতভাবে। আর্য অর্থাৎ। "বিবাদীরা চুক্তিতে স্বাক্ষর সহ বানোয়াট তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়েছেন। আপিলকারী-বিবাদীরা ৩ কোটি টাকার প্রাপ্তির বিষয়ে বিতর্ক করেছেন, যা অর্থের মাধ্যমে বিবাদীরা প্রদান করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এটি দাবি করা হয়েছে যে বিবাদী-বাদীরা জালিয়াতি করে ৩ কোটি টাকার অর্থ প্রদান করেছে, বিশেষত নগদে, যেখানে কেবল ২ কোটি টাকা চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছিল। লিখিত বিবৃতিতে নির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে যে, মিঃ টিঃ আর আর্য (বিবাদী নং ৩) বাদীদের সাথে মিলিত হয়ে আপিল নং ১ কোম্পানিতে তাঁর অবস্থানের অপব্যবহার করেছেন এবং প্রতারণায় লিপ্ত হয়েছেন। লিখিত বিবৃতিতে আবেদনকারীরা চুক্তির ৩ এবং ৪ নং পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর নিয়ে বিতর্ক করেছেন। বাদীদের করা বিভিন্ন অভিযোগ অস্বীকার করার সময়, আপিলকারী-প্রতিবাদীরা এই বলে যে সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য কোনও চূড়ান্ত চুক্তির অভাবে এবং কোনও কারণের অভাবে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলা দায়ের করা হয় এবং এটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় এবং বরখাস্ত হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ।

৯. ২৫.০১.২০০৭ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করার পর, যেখানে প্রতিপক্ষ-বাদীরা চুক্তি পালনের জন্য প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক ছিল না বলে নির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে, প্রতিপক্ষ-বাদীরা তাদের ইচ্ছা এবং প্রস্তুতির আবেদন অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২০শে মার্চ, ২০০৭ তারিখে আইএ নং ৩৩৭০/২০০৭ দায়ের করেছেন এবং ১৬ই এপ্রিল, ২০০৭ তারিখের আদেশ দ্বারা তা মঞ্জুর করা হয়েছে।

১০. উপরোক্ত মামলায়, আপীলকারী নং ২/বিবাদী নং ২-এর বিবৃতি ২১.৯.২০০৭ তারিখে রেকর্ড করা হয়েছিল। এরপর, মিঃ প্রবীণ কুমার জলি, যিনি মামলাধীন সম্পত্তির অর্ধেক অংশের জন্য তার পক্ষে পূর্বে চুক্তি দাবি করেছিলেন, তিনিও মামলায় তার অন্তর্ভুক্তির জন্য ২০০৭ সালের আইএ নং ৫৪২২ দায়ের করেছিলেন এবং ২০০৮ সালের ৮.১২ তারিখে তা মঞ্জুর করা হয়েছিল। তিনি পরবর্তীতে লিখিত জবাবও দাখিল করেছেন। মামলায় চাওয়া সমস্ত প্রতিকারের জন্য বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১০ সালের ০২.০২ এবং ২০১০ সালের ০৫.০৫ তারিখে বিষয় এবং অতিরিক্ত বিষয় প্রণয়ন করা হয়েছিল। মামলায় প্রণীত বিষয় এবং অতিরিক্ত বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

"প্রণীত বিষয়

১. বাদীগণ ০৩.০৫.২০০৫ তারিখের বিক্রয় চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ডিক্রির অধিকারী কিনা, যদি তাই হয়, তবে তার প্রভাব কী হবে? বাদীপক্ষ প্রমাণ করবে।

২. ০৩.০৫.২০০৫ তারিখের বিক্রয় চুক্তির ৩ এবং ৪ নম্বর পৃষ্ঠা বিবাদী নং ২ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে কিনা, যদি তাই হয়, তবে তার প্রভাব কী হবে? বিবাদী নং ১ থেকে ৬ প্রমাণ করবে।

৩. ০৭.০৪.২০০৫ তারিখের প্রাপ্তিটি জাল এবং তৈরি করা হয়েছে কিনা? বিবাদী নং ১ থেকে ৬ প্রমাণ করবে।

৪. প্রতিকার।

অতিরিক্ত বিষয়:

১. পক্ষগুলির মধ্যে একটি সমাপ্ত চুক্তি আছে কিনা? বাদীপক্ষ প্রমাণ করবে।

২. বাদীগণ কর্তৃক নির্ভর করা চুক্তিতে সংযোজন/পরিবর্তন করা হয়েছে কিনা, যার ফলে সেই বিক্রয় চুক্তিটি কার্যকরযোগ্য নয়? বিবাদীপক্ষ প্রমাণ করবে।"

১১. মামলায় লিখিত জবাব দাখিল করার পর, প্রতিপক্ষ নং ১ এবং ২/বাদীরা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬ এর অধীনে আইএ নং ১৫৫৭/২০০৭ দায়ের করেছেন, কিছু দাবি করা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায়ের জন্য প্রার্থনা করে। আইএ নং ১৫৫৭/২০০৭-এ দায়ের করা আবেদনের একটি কপি রেকর্ডে রাখা হয়েছে। মূলত দাবি করা হয়েছে যে, আপীলকারীরা জামিন আবেদন নং ৪১০৯-৪১১০/২০০৬-এ, অন্তর্ভুক্ত ৪র্থ প্রতিপক্ষের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা অপরাধের সাথে সম্পর্কিত, ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তির শর্ত অনুসারে তাদের পক্ষে একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদনের জন্য তাদের প্রস্তুতি এবং ইচ্ছা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন।

হারি স্টিল অ্যান্ড জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড. ও আরেকজন বনাম ডালজিৎ সিং ও অন্যান্য ৮২৯ [আর. সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতি]

উপরোক্ত জামিনের আবেদনগুলি সরিতা বিহার থানার এফআইআর নং ৫১৭/২০০৬-এ দায়ের করা অপরাধের সাথে সম্পর্কিত, যা শ্রী প্রবীণ কুমার জলির (প্রথম ক্রেতা) দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছিল, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ এবং ১২০বি ধারার অধীনে অপরাধের জন্য। উপরোক্ত অভিযোগকারী, শ্রী প্রবীণ কুমার জলি অভিযোগ করেছেন যে, তাদের পক্ষে ২৪.৫.২০০৩ তারিখে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) বিদ্যমান থাকাকালীন, তারা ৩.৫.২০০৫ তারিখে প্রতিপক্ষ নং ১ এবং ২-এর সাথে আরেকটি চুক্তিতে প্রবেশ করেছে। এইভাবে, এটি বলা হয়েছে যে, এখানকার আপীলকারীরা একাধিক চুক্তিতে প্রবেশ করে প্রতারণার অপরাধ করেছে। আপীলকারী-বিবাদীদের আইনজীবীর দ্বারা আগাম জামিনের আবেদনের শুনানির সময় করা দাবি করা স্বীকারোক্তিগুলি ছাড়া, আবেদনে অন্য কোনও স্বীকারোক্তি দাবি করা হয়নি। উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনের বিরোধিতা আপীলকারী এবং অন্যান্য বিবাদীরা করেছেন, যারা ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তির সত্যতা নিয়ে গুরুতর আপত্তি তুলেছেন, অভিযোগ করেছেন যে চুক্তির ৩ এবং ৪ নম্বর পৃষ্ঠাগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং এমন পৃষ্ঠাগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে যেখানে বিবাদী নং ২-এর জাল স্বাক্ষর রয়েছে। তারা আরও বলেছেন যে, আপীলকারীদের বক্তব্য বরাবরই শুধুমাত্র ২ কোটি টাকা প্রাপ্তি স্বীকার করা, বাদীগণের দাবি করা ৫ কোটি টাকা নয়। আরও, অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনে চাওয়া প্রতিকারের বিরোধিতা আপীলকারীরা এই বলে করেছেন যে, ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তির জালিয়াতি এবং তৈরি করা বিষয়টি তখন নজরে আসে যখন উক্ত চুক্তিটি শ্রী প্রবীণ কুমার জলি কর্তৃক দায়ের করা ২০০৫ সালের সিএস(ওএস) নং ১৫০৮-এ বাদীগণ কর্তৃক দাখিল করা হয়েছিল এবং ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তির কপি পাওয়ার সাথে সাথেই তারা ২০০৫ সালের সিএস(ওএস) নং ১৫০৮-এর আইএ নং ৬১/২০০৬-এ ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪০ ধারার অধীনে একটি আবেদনও দাখিল করেন, ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তির সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ করে। এইভাবে, বলা হয়েছে যে, ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তির সত্যতা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য কোনও ডিক্রি দাবি করা যাবে না।

১২. বিজ্ঞ একক বিচারক, আপীলকারীদের দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ৫ কোটি টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত গুরুতর বিরোধ এবং আপীলকারী-বিবাদীদের দ্বারা দাবি করা চুক্তির ৩ এবং ৪ নম্বর পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরের কথিত জালিয়াতি রেকর্ড করে, বলেছেন যে, এই ধরনের বিষয়গুলি শুধুমাত্র বিচার-পরবর্তী নিষ্পত্তি করা হবে, পক্ষগুলি মৌখিক এবং ডকুমেন্টারি প্রমাণ দাখিল করার পরে। আরও, বিজ্ঞ একক বিচারক এই মতামত পোষণ করেছেন যে, স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ডিক্রি দাবি করার জন্য, স্বীকারোক্তিগুলি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হওয়া আবশ্যক।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, বিজ্ঞ একক বিচারক ২০১৭ সালের ২৪.৭ তারিখে একটি আদেশের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ-বাদীগণের উপর ৫০,০০০ টাকা জরিমানা আরোপ করে আইএ নং ১৫৫৭/২০০৭-এর আবেদনটি খারিজ করে দেন।

১৩. বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, প্রতিপক্ষরা ১৯৬৬ সালের দিল্লি হাইকোর্ট আইনের ১০ ধারার অধীনে আপীল দায়ের করেছে। বিভাগীয় বেঞ্চ, ২০১৮ সালের ২.৮ তারিখে বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে, ২০১৭ সালের ২৪.৭ তারিখে বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশটি বাতিল করেছে এবং ফলস্বরূপ ত্রাণ মঞ্জুর করে আইএ নং ১৫৫৭/২০০৭-এর অনুমতি দিয়েছে এবং প্রতিপক্ষ-বাদীগণকে রায়ের তারিখ থেকে তিন মাস ১৫ দিনের মধ্যে ৫০.৫০ কোটি টাকার অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করার অনুমতি দিয়েছে। বিভাগীয় বেঞ্চের মতামত ছিল যে, আপীলকারীরা ৩.৫.২০০৫ তারিখে প্রতিপক্ষ-বাদীগণের সাথে একটি চুক্তিতে প্রবেশের কথা স্বীকার করেছে এবং ২০০৫ সালের ৩১শে মার্চ, ২০০৬ সালের ৩১শে মার্চ এবং ২০০৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির পরিচালকের প্রতিবেদন এবং ব্যালেন্স শীট থেকে পাঁচ কোটি টাকা প্রাপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায়; আরও, আদালতে রেকর্ডে থাকা আবেদন এবং কোম্পানি আইনের অধীনে বিধিবদ্ধ ফাইলিংয়ের বিপরীতে মামলায় আপীলকারীদের প্রতিরক্ষা খাঁটি নয় এবং কোনও খাঁটি বিচারযোগ্য বিষয় নেই যা মামলায় বিচারকে ন্যায্যতা দিতে পারে, বিভাগীয় বেঞ্চ দাবি করা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় দিয়েছে।

১৪. আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী শ্রী রঞ্জিত কুমার এবং শ্রী পি.এস. নরসিমহা নিম্নলিখিত জমাগুলি করেছেন:

১৫. প্রতিপক্ষ-বাদীগণ যেমন দাবি করেছেন, তেমন কোনও সুস্পষ্ট এবং শর্তহীন স্বীকারোক্তি না থাকলেও, হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ আবেদনের পরিধির বাইরে গিয়ে সেটি মঞ্জুর করেছে। মামলাটি ২০০৬ সালে দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে আপীলকারীরা ইতিমধ্যেই লিখিত জবাব দাখিল করেছে। আপীলকারীরা ৩.৫.২০০৫ তারিখের বিক্রয় চুক্তির ৩ এবং ৪ নম্বর পৃষ্ঠায় তাদের স্বাক্ষরের জালিয়াতি এবং পাঁচ কোটি টাকা প্রাপ্তির বিষয়ে দাবি করে যে গুরুতর বাস্তবিক বিরোধ উত্থাপন করেছে, নির্দিষ্ট বিষয় প্রণয়ন করা হয়েছে এবং যার উপর সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র বিচারের পরেই পৌঁছানো যেতে পারে। বলা হয়েছে যে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে দায়ের করা আবেদনটি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মুলতুবি রাখা হয়েছিল এবং মামলায় বিচার শুরু হওয়ার পরে নিষ্পত্তি করা হয়েছে; দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে ত্রাণ মঞ্জুর করার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র সুস্পষ্ট এবং শর্তহীন স্বীকারোক্তি বিবেচনা করা যেতে পারে।

জামিন আবেদনের সাথে সম্পর্কিত ফৌজদারি কার্যধারায় করা কিছু পর্যবেক্ষণকে সিপিসির আদেশ XII বিধি ৬ এর অধীনে দাখিল করা আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট কর্তৃক স্বীকারোক্তি হিসাবে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে; মামলাটি নিজেই চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য, যা বিবেচনামূলক এবং ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার, আদালত মামলায় বেশ কয়েকটি বিতর্কিত বিষয়ের উত্তর দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিচারের পরেই সিদ্ধান্তে আসতে পারে। এমনকি আদেশ ১২ বিধি ৬ এর অধীনে দাবি করা প্রতিকারও একটি বিবেচনামূলক প্রতিকার এবং কোনও পক্ষই অধিকার হিসাবে রায়ের দাবি করতে পারে না। এই বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য, বিজ্ঞ আইনজীবী এস.এম. আসিফ বনাম বীরেন্দ্র কুমার বাজাজ[1] মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। তার বক্তব্যকে প্রমাণ করার জন্য যে স্বীকারোক্তি সুস্পষ্ট এবং শর্তহীন হওয়া উচিত, তিনি হিমানি অ্যালয়স লিমিটেড বনাম টাটা স্টিল লিমিটেড মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য দায়ের করা মামলায়, বাদীর চুক্তির অংশ পালনের জন্য প্রস্তুতি এবং ইচ্ছা আবেদন করা এবং প্রমাণ করা বাধ্যতামূলক, এই বক্তব্যের সমর্থনে, তিনি বলরাজ তানেজা এবং অন্য বনাম সুনীল মদন এবং অন্য[3] মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। বিক্রয় চুক্তির পরিবর্তন এবং জালিয়াতির পরিপ্রেক্ষিতে, একই চুক্তিকে বিবেচনামূলক এবং ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার মঞ্জুর করার জন্য বৈধ এবং সমাপ্ত চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না, এই বক্তব্যের সমর্থনে, বিজ্ঞ আইনজীবী কমল কুমার বনাম প্রেমলতা যোশী এবং সারদামণি কান্দাপ্পান বনাম এস. রাজলক্ষ্মী এবং অন্যান্য মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। লিখিত জবাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য অনুমোদিত, এই বক্তব্যের সমর্থনে, বলদেব সিং এবং অন্যান্য বনাম মনোহর সিং এবং অন্য[৬] এবং ঊষা বালাসাহেব স্বামী এবং অন্যান্য বনাম কিরণ আপ্পাসো স্বামী এবং অন্যান্য[৭] মামলায় রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

১৬. অন্যদিকে, প্রথম প্রতিপক্ষ-বাদীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী মিঃ শ্যাম দিভান নিম্নলিখিত জমাগুলি করেছেন।

১৭. বিতর্কিত রায়টি ৭.৪.২০০৫ এবং ৩.৫.২০০৫ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি পালনের জন্য আপীলকারীদের দ্বারা করা বেশ কিছু স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি; ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬, যা ১৯৭৬ সালের আইন ১০৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, তার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, উক্ত বিধানকে বিস্তৃত অর্থ দেওয়া উচিত; সংশোধন অনুসারে, আদালত রায় প্রদানের ক্ষমতা রাখে যেখানে স্বীকারোক্তিগুলি মামলায় বা অন্যথায়, মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে করা হয়েছে।

১ (২০১৫) ৯ এসসিসি ২৮৭
২ (২০১১) ১৫ এসসিসি ২৭৩
৩ (১৯৯৯) ৮ এসসিসি ৩৯৬
৪ ২০১৯ এসসিসি অনলাইন এসসি ১২
৫ (২০১১) ১২ এসসিসি ১৮
৬ (২০০৬) ৬ এসসিসি ৪৯৮
৭ (২০০৭) ৫ এসসিসি ৬০২

আপীলকারীরা অনুকূল আদেশ পাওয়ার জন্য আদালতের সামনে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দিয়েছে, বিক্রয় চুক্তিতে প্রবেশের তাদের স্বীকারোক্তি এবং আংশিক বিবেচনা হিসাবে পাঁচ কোটি টাকা প্রাপ্তি সম্পর্কিত; প্রথম আপীলকারী কোম্পানির পক্ষে ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের বিধানের অধীনে দাখিল করা ব্যালেন্স-শিট এবং বিধিবদ্ধ ফর্মগুলিও আপীলকারীদের দ্বারা করা স্বীকারোক্তি প্রকাশ করে; মিঃ প্রবীণ কুমার জলি দ্বারা দায়ের করা মামলায় লিখিত জবাবে, আপীলকারীরা কোনো পরিবর্তন এবং জালিয়াতির অভিযোগ ছাড়াই, পাঁচ কোটি টাকা প্রাপ্তির বিষয়ে কোনো আপত্তি না জানিয়ে, চুক্তিতে প্রবেশের স্বীকৃতি স্বীকার করেছে, তাই বিতর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো ভিত্তি নেই।

১৮. এই বক্তব্যের সমর্থনে যে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬ কে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এর উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্থ সংকুচিত করার প্রয়োজন নেই, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী উত্তম সিং দুগ্গাল অ্যান্ড কোং লিমিটেড বনাম ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড অন্যান্য এবং করম কাপাহী অ্যান্ড অন্যান্য বনাম লাল চাঁদ পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট অ্যান্ড অন্য[৩] মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

১৯. এই বক্তব্যের সমর্থনে যে, কোম্পানির ব্যালেন্স-শিট এবং পরিচালকের প্রতিবেদনে করা এন্ট্রিগুলিকে স্বীকারোক্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে, ঊষা রেকটিফায়ার কর্পোরেশন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড বনাম কমিশনার অফ সেন্ট্রাল এক্সাইজ, নিউ দিল্লি মামলার রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

২০. এই আবেদনের সমর্থনে যে, কোনও পক্ষের স্বাক্ষরিত এবং যাচাইকৃত অভিযোগপত্রে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, বসন্ত সিং বনাম জানকি সিং ও অন্যান্য মামলার রায়ের উপর নির্ভর করা হয়। ১১. দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বিজয়া মাইন বনাম সত্য ভূষণ কৌরা মামলার রায়ের উপরও নির্ভর করে, যেখানে দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বিজ্ঞ একক বিচারকের চূড়ান্ত আদেশ এবং রায় বহাল রেখেছে যেখানে বিবাদীর করা কিছু স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

৮ (২০০০) ৭ এসসিসি ১২০

৯ (২০১০) ৪ এসসিসি ৭৫৩

১০ (২০১১) ১১ এসসিসি ৫৭১

১১ এআইআর ১৯৬৭ এসসি ৩৪১

১২ ২০০৭ (১৪২) ডিএলটি ৪৮৩

হারি স্টিল অ্যান্ড জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড. ও আরেকজন বনাম ডালজিৎ সিং ও অন্যান্য ৮৩৩ [আর. সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতি]

২১. প্রতিপক্ষ নং ২-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী মিঃ বসন্ত, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬ এর উল্লেখ করে বলেছেন যে, উক্ত বিধান অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতা শুধুমাত্র আবেদনের উপর নয়, আদালত তার নিজের থেকেও মামলায় বা অন্যথায় স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় দিতে পারে। সুতরাং, বিধির উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় বিবেচনা করে, উক্ত বিধানকে বিস্তৃত অর্থ দিতে হবে।

২২. প্রতিপক্ষ নং ৩-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী মিঃ ধোলাকিয়া বলেছেন যে, আপীলকারীদের বেশ কিছু স্বীকারোক্তি কোম্পানি নিবন্ধকের কাছে দাখিল করা ব্যালেন্স-শিট থেকে স্পষ্ট। বলা হয়েছে যে, ব্যালেন্স-শিট সংশোধনের জন্য কোনো আবেদন না থাকায়, উক্ত ব্যালেন্স-শিটে করা এন্ট্রিগুলিকে বিতর্কিত রায়ে বিভাগীয় বেঞ্চ সঠিকভাবে স্বীকারোক্তি হিসাবে বিবেচনা করেছে। এই বক্তব্যের সমর্থনে, বিজ্ঞ আইনজীবী রাজীব শ্রীবাস্তব বনাম সঞ্জীব তুলি এবং অন্যান্য মামলার রায় এবং থিম্মাপ্পা রাই বনাম রামান্না রাই এবং অন্যান্য মামলার রায় এবং আল্ট্রাম্যাটিক্স সিস্টেমস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড অন্যান্য[15] মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

২৩. প্রত্যুত্তর যুক্তিতে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী শ্রী রঞ্জিত কুমার বলেছেন যে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এ উল্লিখিত স্বীকারোক্তিগুলি একই মামলায় হতে হবে, তবে অন্য মামলায় এবং ফৌজদারি কার্যক্রমে করা অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও আবেদন গ্রহণ করা যাবে না। দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৬ বিধি ১-এর অধীনে "মামলা" সংজ্ঞার উল্লেখ করে তিনি আরও বলেছেন যে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এ উল্লিখিত "অন্যথায়" শব্দটি মামলার 'মামলা ব্যতীত অন্যান্য' সীমিত উদ্দেশ্যে, তবে অন্য মামলা এবং ফৌজদারি কার্যক্রমে স্বীকারোক্তি অন্তর্ভুক্ত করে আবেদনের পরিধি বাড়ানোর জন্য নয়।

দ্বিতীয় আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী শ্রী পি.এস. নরসিমা দাখিল করেছেন যে মামলাটি চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য এবং এটি একটি বিবেচনামূলক এবং ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার এবং একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, আদালত নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি প্রদান প্রত্যাখ্যান করতে পারে, এমনকি যদি চুক্তিটি প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞ আইনজীবী অ্যানিগ্লেস ইয়োহান্নান বনাম রামলাথা এবং অন্যান্য মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।[16]

১৩ এআইআর ২০০৫ দিল্লী ৩১৯

১৪ (২০০৭) ১৪ এসসিসি ৬৩

১৫ (২০০৭) ৪ এমএইচ.এল.জে. ৮৪৭

২৫. পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর, আমরা বিতর্কিত আদেশ এবং রেকর্ডে রাখা অন্যান্য উপকরণগুলি পর্যালোচনা করেছি। বিতর্কিত আদেশটি প্রতিপক্ষ-বাদীগণ কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে দায়ের করা আবেদনের উপর পাস করা হয়েছে। দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে উক্ত বিধানটি নিম্নরূপ:

"৬. স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায়। - (১) যেখানে মামলায় বা অন্যথায়, মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে, তথ্যের স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, আদালত মামলার যেকোনো পর্যায়ে, যেকোনো পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে বা তার নিজস্ব উদ্যোগে এবং পক্ষগুলির মধ্যে অন্য কোনো প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, এই ধরনের স্বীকারোক্তি বিবেচনা করে, উপযুক্ত মনে করলে, আদেশ বা রায় দিতে পারে।

(২) যখনই উপ-বিধি (১)-এর অধীনে একটি রায় ঘোষণা করা হয়, তখন রায়ের সাথে সঙ্গতি রেখে একটি ডিক্রি তৈরি করা হবে এবং ডিক্রিতে সেই তারিখটি উল্লেখ করা হবে যেদিন রায় ঘোষণা করা হয়েছিল।"

২৬. উপরোক্ত বিধিটি ১৯৭৬ সালের আইন ১০৪ দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধিতে বেশ কয়েকটি সংশোধন করা হয়েছিল। ১৯৭৬ সালের সংশোধনের আগে, স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় শুধুমাত্র লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ ছিল। সংশোধনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি মৌখিক বা লিখিত যাই হোক না কেন, আদালত মামলার যেকোনো পর্যায়ে এই ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় দিতে পারে।

২৭. বর্তমান মামলায়, প্রথম দৃষ্টান্ত হিসাবে, আপীলকারীরা প্রতিপক্ষ নং ৪, অর্থাৎ মিঃ প্রবীণ কুমার জলির সাথে মামলাধীন সম্পত্তির অর্ধেকের বিষয়ে ২৪.০৫.২০০৩ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করে। আপীলকারীদের বক্তব্য হলো যে, মিঃ প্রবীণ কুমার জলি কর্তৃক এমওইউ-এর শর্তাবলী পালন না করার কারণে, উক্ত এমওইউটি ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে বাতিল করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ নং ১ এবং ২-বাদীগণের সাথে ০৭.০৪.২০০৫ তারিখে একটি ব্যবস্থা/চুক্তি এবং পরবর্তী ৩.০৫.২০০৫ তারিখে চুক্তি করা হয়েছিল। আপীলকারীদের নির্দিষ্ট বক্তব্য হলো যে, চুক্তির শর্তাবলী চূড়ান্ত না হওয়ায় ৩.০৫.২০০৫ তারিখের চুক্তিতে বেশ কয়েকটি ফাঁকা স্থান ছিল। পাঁচ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ চেকের মাধ্যমে দুই কোটি টাকা।

[১৬](২০০৫) ৭ এসসিসি এস৩৪

হারি স্টিল অ্যান্ড জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড. ও আরেকজন বনাম ডালজিৎ সিং ও অন্যান্য ৮৩৫ [আর. সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতি]

এবং তিন কোটি টাকা নগদে, আপীলকারী-বাদীগণ এটি গুরুতরভাবে অস্বীকার করেছেন, বলেছেন যে শুধুমাত্র দুই কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং তিন কোটি টাকার পরিশোধ ৩.৫.২০০৫ তারিখের বিক্রয় চুক্তির ৩ এবং ৪ নম্বর পৃষ্ঠায় তৈরি করা হয়েছে। মিঃ প্রবীণ কুমার জলির সাথে আপীলকারীদের আগের সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) ভিত্তিতে, অর্থাৎ এখানকার ৪র্থ প্রতিপক্ষ, ৪র্থ প্রতিপক্ষ ২০০৫ সালের সিএস(ওএস) নং ১৫০৮-এ চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য একটি মামলা দায়ের করেছেন, যেখানে শর্তসাপেক্ষ আদেশ পাস করা হয়েছিল। প্রতিপক্ষ-বাদীগণের বক্তব্য হলো যে, যখন সংবাদপত্রে এই ধরনের শর্তসাপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বিজ্ঞপ্তি করা হয়েছিল, তখন তারা আপীলকারীদের দ্বারা ৪র্থ প্রতিপক্ষের সাথে করা আগের চুক্তি সম্পর্কে জানতে পেরেছে এবং তারা ৪র্থ প্রতিপক্ষের কাছে গিয়ে ৩.৫.২০০৫ তারিখের মূল চুক্তি এবং প্রাপ্তি হস্তান্তর করেছে। আপীলকারীদের নির্দিষ্ট বক্তব্য হলো যে, যখন তারা এখানকার ৪র্থ প্রতিপক্ষ কর্তৃক দায়ের করা মামলায় ৩.৫.২০০৫ তারিখের নথি সম্পর্কে জানতে পেরেছে, তখন তারা নথির পরিবর্তন এবং তৈরি করা সম্পর্কে জানতে পেরেছে, তাই তারা ২০০৬ সালের ৩.১ তারিখে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪০ ধারার অধীনে ২০০৫ সালের সিএস(ওএস) নং ১৫০৮-এ আইএ নং ৬১/২০০৬ দায়ের করেছে। প্রতিপক্ষ-বাদীগণ পরবর্তীতে ১.১১.২০০৬ তারিখে সিএস(ওএস) নং ২০৪৬-এ বর্তমান মামলাটি দায়ের করেছে। উক্ত মামলায়, আপীলকারী-বিবাদীগণ ২৫.১.২০০৭ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছে, যেখানে নির্দিষ্ট প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যে, ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তিটি জাল এবং তৈরি করা হয়েছে, তাই তারা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৫(১)(বি) ধারার অধীনে বিচারের জন্য দায়বদ্ধ। লিখিত জবাবে, অন্যান্য অভিযোগ ছাড়াও, নির্দিষ্ট আবেদন করা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ-বাদীগণের প্রস্তুতি এবং ইচ্ছার অনুপস্থিতিতে, ১৯৬৩ সালের নির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ১৬(গ) ধারার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি বারিত। প্রতিপক্ষ-বাদীগণের সাথে করা ব্যবস্থা স্বীকার করার সময়, আপীলকারীদের বক্তব্য হলো যে, চুক্তির শর্তাবলী চূড়ান্ত করা হয়নি। তাই ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তিতে প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় কলাম ফাঁকা রাখা হয়েছিল। আমাদের সামনে এই আপীলের নিষ্পত্তির জন্য লিখিত জবাবে করা আরও বক্তব্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। লিখিত জবাব দাখিল করার পর, প্রতিপক্ষ-বাদীগণ ৯.২.২০০৭ তারিখে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে বর্তমান আবেদনটি দায়ের করেছেন, যার জবাব আপীলকারীরা ১৯.৩.২০০৭ তারিখে দাখিল করেছে। আপীলকারী এবং অন্যান্য বিবাদীদের পক্ষে দাখিল করা জবাবে, আইএ নং ১৫৫৭/২০০৬-এ, কোনো সুস্পষ্ট এবং শর্তহীন স্বীকারোক্তির অভাবে, চাওয়া প্রতিকার মঞ্জুর করা যাবে না, এই ভিত্তিতে চাওয়া প্রতিকারের বিরোধিতা করা হয়েছে।

আইএ নং ১৫৫৭/২০০৭-এর আবেদনটি শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছে যে, আপীলকারীদের দায়ের করা জামিনের আবেদনে, নথিভুক্ত ফৌজদারি মামলার সাথে সম্পর্কিত, যা ৪র্থ প্রতিপক্ষের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছে, আপীলকারীদের আইনজীবী ৩.৫.২০০৫ তারিখে করা চুক্তি পালনের জন্য তার প্রস্তুতি জানিয়েছেন। উক্ত স্বীকারোক্তি ছাড়া আবেদনে অন্য কোনো স্বীকারোক্তি দাবি করা হয়নি। বিজ্ঞ একক বিচারক ২০১৭ সালের ২৪.৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আবেদনটি সঠিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আদেশে বিজ্ঞ একক বিচারক হাইকোর্ট বলেছেন যে, আপীলকারীদের অবস্থান বিবেচনা করে যে, ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তিটি তৈরি করা হয়েছে এবং চুক্তির ৩ এবং ৪ নম্বর পৃষ্ঠায় ২য় আপীলকারীর স্বাক্ষর তৈরি করা হয়েছে, এই ধরনের বিষয়গুলি শুধুমাত্র বিচারের পরেই সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু দাবি করা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় দেওয়ার জন্য এটি কোনো ভিত্তি নয়। বিজ্ঞ একক বিচারক রায়ের ৪১ এবং ৪২ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বলেছেন:

> "৪১. উপরোক্ত বিষয়টি গুরুতর বিরোধ তৈরি করে যে, বাদীগণের অভিযোগ অনুসারে বিবাদীরা চুক্তির অধীনে ৫ কোটি টাকা পেয়েছে কিনা, অথবা বিবাদী নং ১ থেকে ৬-এর অভিযোগ অনুসারে শুধুমাত্র ২ কোটি টাকা চেকের মাধ্যমে পেয়েছে কিনা। বিবাদীরা অভিযোগ করেছে যে, চুক্তির দুটি পৃষ্ঠা, যেখানে চুক্তির অধীনে বিবাদীদের ৫ কোটি টাকা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে - যার মধ্যে ৩ কোটি টাকা নগদ, সেই পৃষ্ঠাগুলি এমন পৃষ্ঠা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যেখানে বিবাদী নং ২-এর জাল স্বাক্ষর রয়েছে। এই বিষয়ে, আদালত ০৫.০৫.২০১০ তারিখে অতিরিক্ত বিষয় প্রণয়ন করেছে। যেহেতু বাদীগণ চুক্তির অধীনে ৩ কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ নগদ পরিশোধ করার দাবি করেছে, যা বিবাদীরা অস্বীকার করেছে, তাই বাদীগণকে প্রাসঙ্গিক তারিখে তাদের কাছে এই বিশাল পরিমাণ নগদ উপলব্ধতা দেখিয়ে এটি প্রমাণ করতে হবে। আমার মতে, যতক্ষণ না এই বিষয়গুলি নিষ্পত্তি হয় - যা বাস্তবিক বিষয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, বাদীগণ কর্তৃক নির্ভর করা ০৩.০৫.২০০৫ তারিখের চুক্তিটি পক্ষগুলির মধ্যে করা চুক্তি কিনা।

৪২. এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বাদীকে ডিক্রি দেওয়ার জন্য, বিবাদীর দ্বারা বাদীর মামলা/দাবি সম্পর্কিত স্বীকারোক্তি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হওয়া আবশ্যক। বর্তমান মামলায়, বিবাদী নং ১ থেকে ৬-এর একমাত্র স্বীকারোক্তি হলো মামলাধীন সম্পত্তি বিক্রির জন্য বাদীগণের সাথে চুক্তি/সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)-এ প্রবেশ করা; সাউথ দিল্লি টয়োটার সদিচ্ছা এবং উক্ত ব্যবসার নিট সম্পদ।

এটিও সম্মত হয়েছিল যে, মামলাধীন সম্পত্তির বিক্রয় বিবেচনা ছিল ৪৯ কোটি টাকা; সাউথ দিল্লী টয়োটার ব্যবসার সদিচ্ছা ছিল ৬.৫০ কোটি টাকা এবং; সাউথ দিল্লী টয়োটার ব্যবসার নিট সম্পদের বিক্রয়ের জন্য, একই পরিমাণ অর্থ বিবাদীদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এই পর্যন্ত, বলা যেতে পারে যে, বিবাদী নং ১ থেকে ৬-এর দ্বারা স্বীকারোক্তি করা হয়েছে। যাইহোক, বাদীগণ বিবাদী নং ১ থেকে ৬-কে ৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ ২ কোটি টাকা চেকের মাধ্যমে এবং ৩ কোটি টাকা নগদ, নাকি শুধুমাত্র ২ কোটি টাকা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করেছে কিনা, তা নিয়ে গুরুতর বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধটি বিষয়ের মূলে যায়। বাদীগণের পক্ষে উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, আদালত চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য কোনো ডিক্রি পাস করতে পারে না। প্রাসঙ্গিকভাবে, আদালত ইতিমধ্যেই উপরোক্ত বিষয়ে বাস্তবতার বিষয় প্রণয়ন করেছে।"

২৮. বিভাগীয় বেঞ্চ একক বিচারকের আদেশ বাতিল করে ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তি স্বীকার করেছে বলে রায় দিয়েছে। আপীলকারীদের বক্তব্য হলো যে, ৭.৪.২০০৫ এবং ৩.৫.২০০৫ তারিখে প্রতিপক্ষ-বাদীদের সাথে চুক্তি/ব্যবস্থা করে দুই কোটি টাকা চেকের মাধ্যমে গ্রহণ করলেও, ৩ এবং ৪ নম্বর পৃষ্ঠায় জাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে চুক্তিটি জাল করা হয়েছে। ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তি/ব্যবস্থা স্বীকার করলেও, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬ এর অধীনে রায় দেওয়ার জন্য এটিকে স্পষ্ট এবং শর্তহীন স্বীকারোক্তি বলা যাবে না। বর্তমান মামলা (সিএস(ওএস) নং ২০৪৬/২০০৬) দায়েরের আগে, ৩.৫.২০০৫ তারিখের নথিটি ৪র্থ প্রতিপক্ষ মিঃ প্রবীণ কুমার জলির দায়ের করা মামলায় (সিএস(ওএস) নং ১৫০৮/২০০৫) দাখিল করা হলে, ৩.১.২০০৬ তারিখে আপীলকারীরা আইএ নং ৬১/২০০৬ দায়ের করেছিলেন। এই আবেদনে ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে ৭.১২.২০১৬ তারিখে নিষ্পত্তি করা হয়। বর্তমান মামলা (সিএস(ওএস) নং ২০৪৬/২০০৬) ১.১১.২০০৬ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল। হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তি নিয়ে কোনও বিরোধ নেই এই ভিত্তিতে এগিয়েছে। সিএস(ওএস) নং ১৫০৮/২০০৫ মামলাটি ৪র্থ প্রতিপক্ষ কর্তৃক চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য দায়ের করা হয়েছিল এবং ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তি দাখিলের পর, আপীলকারীরা আইএ নং ৬১/২০০৬ দায়ের করেছিলেন, অভিযোগ করেছিলেন যে ৩.৫.২০০৫ তারিখের নথিটি জাল করা হয়েছে এবং ৩ এবং ৪ নম্বর পৃষ্ঠায় তাদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে।

আপীলকারীদের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের সুচিন্তিত মতামত হলো যে, হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে দায়ের করা আবেদনের নিষ্পত্তির জন্য এই ধরনের স্বীকারোক্তিগুলিকে ভুলভাবে স্পষ্ট এবং শর্তহীন স্বীকারোক্তি হিসাবে বিবেচনা করেছে। আরও, বিভাগীয় বেঞ্চ ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ সালের প্রথম আপীলকারী কোম্পানির ব্যালেন্স শীট এবং নিরীক্ষকের দ্বারা প্রেরিত কথিত চিঠির উপর নির্ভর করেছে। উপরোক্ত নথিগুলির বিষয়ে আপীলকারীদের আবেদন হলো যে, এই নথিগুলিও জাল এবং তৈরি করা ব্যালেন্স শীট, যা তাদের নিরীক্ষক মিঃ এস.আর. বর্ষণে মিঃ টি.আর. আর্য (এখানের প্রতিপক্ষ নং ৩)-এর সাথে যোগসাজশে আরওসি-এর কাছে জমা দিয়েছিলেন, যিনি আপীলকারী এবং প্রতিপক্ষ নং ১ এবং ২-এর সাধারণ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। কোম্পানি সম্পর্কিত ব্যালেন্স শীট এবং অন্যান্য নথিগুলির বিষয়ে পক্ষগুলি অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ করেছে, যার গুণাগুণ শুধুমাত্র বিচারের সময় পরীক্ষা করা যেতে পারে, যেখানে পক্ষগুলি প্রমাণ পেশ করার এবং তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাবে।

২৯. হিমানি অ্যালয়স লিমিটেড বনাম টাটা স্টিল লিমিটেড (উপরে) মামলায় রায়ে, এই আদালত দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর প্রকৃতি এবং পরিধি বিবেচনা করেছে। উপরোক্ত রায়ে এই আদালত বলেছে যে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে প্রদত্ত বিবেচনামূলক ক্ষমতা বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে, মনে রাখতে হবে যে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় একটি বিচারবিহীন রায়, যা বিবাদীর যেকোনো প্রতিকার স্থায়ীভাবে অস্বীকার করে। রায়ের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ:

"১১. এটা সত্য যে বৈঠকের কার্যবিবরণীতে থাকা "স্বীকারোক্তির" ভিত্তিতে রায় দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু স্বীকারোক্তিটি স্পষ্ট হতে হবে। এটি অবশ্যই স্বীকারোক্তি প্রদানকারী পক্ষের একটি সচেতন এবং ইচ্ছাকৃত কাজ হতে হবে, যা এর দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য দেখায়। আদেশ ১২ বিধি ৬ একটি সক্ষম বিধান হওয়ায়, এটি বাধ্যতামূলক বা আদেশমূলক নয়, বরং বিবেচনামূলক। ঘটনা ও পরিস্থিতি পরীক্ষা করে, আদালতকে তার বিচারিক বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে, মনে রাখতে হবে যে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় একটি বিচারবিহীন রায়, যা গুণাগুণের ভিত্তিতে আপীলের মাধ্যমে বিবাদীর যেকোনো প্রতিকার স্থায়ীভাবে অস্বীকার করে। তাই যতক্ষণ না স্বীকারোক্তি স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এবং শর্তহীন হয়, ততক্ষণ আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতা বিবাদীর দাবির বিরোধিতা করার মূল্যবান অধিকার অস্বীকার করার জন্য প্রয়োগ করা উচিত নয়। সংক্ষেপে, বিচক্ষণতা তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন স্পষ্ট "স্বীকৃতি" থাকে যার উপর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

(উত্তম সিং দুগ্গাল অ্যান্ড কোং লিমিটেড বনাম ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া [(২০০০) ৭ এসসিসি ১২০], করম কাপাহী বনাম লাল চাঁদ পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট [(২০১০) ৪ এসসিসি ৭৫৩: (২০১০) ২ এসসিসি (সিভিল) ২৬২] এবং জীবন ডিজেলস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড বনাম জসবীর সিং চাড্ডা [(২০১০) ৬ এসসিসি ৬০১: (২০১০) ২ এসসিসি (সিভিল) ৭৪৫] দেখুন)। এই মামলায় তেমন কোনো স্বীকারোক্তি নেই।"

৩০. এস.এম. আসিফ বনাম বীরেন্দ্র কুমার বাজাজ (উপরে) মামলার রায়ে, এই আদালত বলেছে যে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে ক্ষমতা বিবেচনামূলক এবং অধিকার হিসাবে দাবি করা যায় না। উপরোক্ত মামলায় আরও বলা হয়েছে যে, যেখানে বিবাদীরা এমন আপত্তি তুলেছে যা মামলার মূলে যায়, সেখানে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করা উপযুক্ত হবে না। রায়ের ৮ নম্বর অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ:

> "৮. দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর "পারেন" এবং "এমন আদেশ দিন..." শব্দগুলি দেখায় যে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে ক্ষমতা বিবেচনামূলক এবং অধিকার হিসাবে দাবি করা যায় না। স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় অধিকারের বিষয় নয়, বরং আদালতের বিবেচনার বিষয়। যেখানে বিবাদীরা এমন আপত্তি তুলেছে যা মামলার মূলে যায়, সেখানে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করা উপযুক্ত হবে না। উক্ত বিধিটি একটি সক্ষম বিধান, যা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দ্রুত রায় দেওয়ার এবং কোনো পক্ষের দ্বারা তার প্রতিপক্ষের দাবির স্বীকার করা দাবির পরিমাণ পর্যন্ত আদালতের উপর বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রদান করে।"

৩১. বলরাজ তানেজা এবং অন্য বনাম সুনীল মদন এবং অন্য (উপরে) মামলার রায়ে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৮ বিধি ১০ এবং আদেশ ১২ বিধি ৬-এর পরিধি বিবেচনা করার সময়, এই আদালত বলেছে যে, আদালতকে বিবাদীর লিখিত জবাবে করা কোনো তথ্যের স্বীকারোক্তির উপর অন্ধভাবে কাজ করা উচিত নয় এবং আদালতকে শুধুমাত্র এই কারণে অন্ধভাবে রায় দেওয়া উচিত নয় যে, বিবাদী আদালতে দায়ের করা মামলায় বাদীর দ্বারা বিবৃত তথ্যগুলি অস্বীকার করে কোনো লিখিত জবাব দাখিল করেনি।

৩২. উপরোক্ত রায়ে, সংশোধনী আইন, ১৯৭৬ দ্বারা সংশোধনের পরে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর পরিধি বিবেচনা করার সময়, এই আদালত নিম্নরূপ বলেছে:

" ২১. অন্য একটি বিধান রয়েছে যার অধীনে আদালতের পক্ষে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় ঘোষণা করা সম্ভব। এটি আদেশ ১২-এর বিধি ৬-এ রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

"৬. স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায়। - (১) যেখানে মামলায় বা অন্যথায়, মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে, তথ্যের স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, আদালত মামলার যেকোনো পর্যায়ে, যেকোনো পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে বা তার নিজস্ব উদ্যোগে এবং পক্ষগুলির মধ্যে অন্য কোনো প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, এই ধরনের স্বীকারোক্তি বিবেচনা করে, উপযুক্ত মনে করলে, আদেশ বা রায় দিতে পারে।

(২) যখনই উপ-বিধি (১)-এর অধীনে একটি রায় ঘোষণা করা হয়, তখন রায়ের সাথে সঙ্গতি রেখে একটি ডিক্রি তৈরি করা হবে এবং ডিক্রিতে সেই তারিখটি উল্লেখ করা হবে যেদিন রায় ঘোষণা করা হয়েছিল।"

২২. ১৯৭৬ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন দ্বারা পুরানো বিধির পরিবর্তে এই বিধিটি প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। এই সংশোধনের উদ্দেশ্য এবং কারণগুলি নীচে দেওয়া হলো:

"বিধি ৬-এর অধীনে, যেখানে একটি দাবি স্বীকার করা হয়, সেখানে আদালতের বাদীর পক্ষে রায় দেওয়ার এবং স্বীকার করা দাবির উপর ডিক্রি পাস করার এখতিয়ার রয়েছে। বিধির উদ্দেশ্য হলো অন্তত সেই প্রতিকারের পরিমাণ পর্যন্ত দ্রুত রায় পাওয়ার জন্য একটি পক্ষকে সক্ষম করা, যার জন্য বিবাদীর স্বীকারোক্তি অনুসারে বাদী অধিকারী। বিধিটি মৌখিক স্বীকারোক্তিগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট বিস্তৃত। বিধিটি স্পষ্ট করার জন্য সংশোধন করা হচ্ছে যে মৌখিক স্বীকারোক্তিগুলিও বিধির আওতায় আসে।"

২৩. এই বিধির অধীনে, আদালত কার্যক্রমের একটি অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে বিবাদীর করা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় পাস করতে পারে। তবে আদালত স্বীকারোক্তির উপর কাজ করার আগে, এটি দেখাতে হবে যে স্বীকারোক্তিটি দ্ব্যর্থহীন, স্পষ্ট এবং ইতিবাচক। এই বিধিটি আদালতকে মামলায় বিরোধপূর্ণ দাবিগুলির বিচারাধীন স্বীকার করা দাবিগুলির ক্ষেত্রে রায় এবং ডিক্রি পাস করার ক্ষমতা দেয়।"

৩৩. উপরে উল্লিখিত রায়গুলির নীতি প্রয়োগ করে, এটি বলা যেতে পারে যে প্রতিপক্ষ-বাদীদের দাবি অনুসারে কোনও স্পষ্ট এবং শর্তহীন স্বীকারোক্তি নেই। আপীলকারীদের বক্তব্য অনুসারে, ৩.৫.২০০৫ তারিখের চুক্তির ৩ এবং ৪ নম্বর পৃষ্ঠাগুলি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং তাদের স্বাক্ষরগুলি জাল করা হয়েছে, যখন নির্দিষ্ট বিষয়টি ইতিমধ্যেই প্রণয়ন করা হয়েছে, তখন এটি বলা যাবে না যে আপীলকারীদের দ্বারা স্পষ্ট এবং শর্তহীন স্বীকারোক্তি রয়েছে।

৭.৪.২০০৫ এবং ৩.৫.২০০৫ তারিখে চুক্তি/ব্যবস্থায় প্রবেশের সাধারণ স্বীকারোক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যায় না, আপীলকারীদের আরও আপত্তিগুলি বিবেচনা না করে যে চুক্তির নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাগুলি তৈরি করা হয়েছে। আপীলকারীরা যদি দাবি অনুযায়ী প্রমাণ করে যে চুক্তিটি তৈরি করা হয়েছে, তবে বিচারের পরে এটি প্রতিপক্ষ-বাদীদের দাবির মামলার মূলে যায়। সুতরাং, আমাদের মতামত হলো যে, উপরোক্ত রায়গুলি আপীলকারীদের মামলাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে।

৩৪. প্রতিপক্ষ-বাদীদের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিভান, উত্তম সিং দুগ্গাল অ্যান্ড কোং লিমিটেড বনাম ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (উপরে) মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করে বলেছেন যে, কোম্পানির ব্যালেন্স শীট এবং প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে, সেগুলিকে স্বীকারোক্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে, অন্যথায় এটি বিধির পরিধি সংকুচিত করার মতো হবে। উপরোক্ত রায়েই, এই আদালত বলেছে যে, যখন স্বীকারোক্তির একটি বিবৃতি আদালতের সামনে আনা হয়, যতক্ষণ না বিবৃতি প্রদানকারী পক্ষকে এই ধরনের স্বীকারোক্তি ব্যাখ্যা করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়, ততক্ষণ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান মামলায় উল্লেখ্য যে, জামিনের আবেদনে আইনজীবীর দেওয়া বিবৃতির ভিত্তিতে শুধুমাত্র স্বীকারোক্তি দাবি করে একটি লিখিত আবেদন দায়ের করে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে প্রতিকার দাবি করা হয়েছে এবং প্রতিপক্ষ-বাদীদের দায়ের করা আবেদনে অন্য কোনো আবেদন করা স্বীকারোক্তি নেই। এটি একটি সাধারণ নীতি যে, আবেদনে আবেদন এবং ভিত্তি না থাকলে কোনো পরিমাণ প্রমাণই সহায়ক নয়। এটি সত্য যে, যখন স্পষ্ট এবং শর্তহীন স্বীকারোক্তি থাকে, তখন বিধি সংকুচিত না করে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় দেওয়া যেতে পারে, তবে একই সময়ে আদালতের উপর অর্পিত বিচারিক বিবেচনামূলক ক্ষমতা বিধির কাঠামোর মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে, তার বাইরে নয়। এমনকি কোম্পানির ব্যালেন্স শীট এবং পরিচালকদের একজনের নোটের উপরও, আপীলকারীদের নির্দিষ্ট বক্তব্য হলো যে, তৃতীয় প্রতিপক্ষ, প্রতিপক্ষ-বাদীদের সাথে যোগসাজশে, আপীলকারীদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানি সম্পর্কিত নথিগুলির উপর নির্ভর করে প্রতিপক্ষ-বাদীদের দাবি মামলার বিচারে আপীলকারীদের প্রতিরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে।

৩৫. করম কাপাহী এবং অন্যান্য বনাম লাল চাঁদ পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং অন্যান্য (উপরে) মামলার রায়ে, এই আদালত দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এ ব্যবহৃত "অন্যথায়" শব্দটির ব্যাখ্যা করেছে এবং বলেছে যে আদেশ ১২ বিধি ৬-এর পরিধি দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ১-এর তুলনায় ব্যাপক।

এটি সত্য যে সংশোধনের পরে, আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে বিধির পরিধি প্রসারিত করা হয়েছে, তবে একই সময়ে আদেশ ১২ বিধি ৬-এ সন্নিবেশিত "অন্যথায়" অভিব্যক্তিটিও বিধির কাঠামোর মধ্যে বিবেচনা করতে হবে, তার বাইরে নয়। যেকোনো ক্ষেত্রে, এমনকি প্রদত্ত ক্ষেত্রেও, স্বীকারোক্তিগুলি স্পষ্ট এবং শর্তহীন হলেও, রেকর্ডে রাখা নথিগুলি বিবেচনা করে স্বীকারোক্তির উপর কোনো অনুমান টানা যেতে পারে কিনা, তা প্রতিটি মামলার ঘটনা বিবেচনা করে বিবেচনা করার বিষয়। দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর সুবিধা প্রসারিত করার জন্য কোনো সরল সূত্র থাকতে পারে না।

৩৬. ঊষা রেকটিফায়ার কর্পোরেশন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড বনাম কমিশনার অফ সেন্ট্রাল এক্সাইজ, নিউ দিল্লি (উপরে) মামলায় রায়ে, যা বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিভান নির্ভর করেছেন, এই আদালত বলেছে যে কোম্পানির পক্ষে দাখিল করা ব্যালেন্স শীটে করা এন্ট্রিগুলিকে স্বীকারোক্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং আপীলকারী ঘুরে দাঁড়িয়ে এই ধরনের স্বীকারোক্তির বিপরীতে অবস্থান নিতে পারে না, তবে এই মামলায় শুরু থেকেই আপীলকারীদের বক্তব্য হলো যে তৃতীয় প্রতিপক্ষ প্রতিপক্ষ-বাদীদের সাথে যোগসাজশে রয়েছে।

৩৭. এই মামলায় উল্লেখ্য যে, মামলাটি ১.১১.২০০৬ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল এবং ২৫.০১.২০০৭ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করা হয়েছিল এবং ৯.২.২০০৭ তারিখে আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে আবেদনটি দায়ের করা হয়েছিল। ২০১০ সালে বিষয় এবং অতিরিক্ত বিষয় প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং বিচারও শুরু হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, এই পর্যায়ে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে দাবি করা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মামলা ডিক্রি করার জন্য এখন বিতর্কিত আদেশ পাস করার কোনো কারণ নেই। মামলায় গুরুতর বাস্তবিক বিরোধ এবং আপীলকারীদের প্রতিরক্ষা বিবেচনা করে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে দায়ের করা আবেদনের নিষ্পত্তির জন্য অনুসন্ধানী তদন্ত করা অনুমোদিত নয়। যখন বিচার ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, তখন প্রমাণ মূল্যায়নের মাধ্যমে মামলার বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় এবং বিরোধের উপর গুণাগুণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়, তবে এই পর্যায়ে মামলাটি ডিক্রি করার কোনো কারণ বা ন্যায্যতা নেই। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, আমাদের মতামত হলো যে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় বহাল রাখা যায় না এবং শুধুমাত্র এই ভিত্তিতেই বাতিল হওয়ার যোগ্য।

৩৮.আরও উল্লেখ্য যে, মামলাটি বিক্রয় চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য। যে প্রতিকার চাওয়া হয়েছে তা ন্যায়সঙ্গত এবং বিবেচনামূলক প্রতিকার।

হারি স্টিল অ্যান্ড জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড. ও আরেকজন বনাম ডালজিৎ সিং ও অন্যান্য ৮৪৩ [আর. সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতি]

দলিল সম্পাদনের জন্য বাদীগণের প্রস্তুতি এবং ইচ্ছা আবেদন করে প্রমাণ করতে হবে। ১.১১.২০০৬ তারিখে দায়ের করা আরজিতে প্রথমে এমন কোনো বক্তব্য ছিল না। লিখিত জবাব দাখিলের পর, ২০.৩.২০০৭ তারিখে প্রতিপক্ষ-বাদীগণের প্রস্তুতি এবং ইচ্ছার আবেদন আরজিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ৩৩৭০/২০০৭ নম্বর অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন দাখিল করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে মঞ্জুর করা হয়। বিতর্কিত আদেশ পাস হওয়ার পর তারা অবশিষ্ট অর্থ জমা দিয়েছে, শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে প্রতিপক্ষ-বাদীগণের প্রস্তুতি এবং ইচ্ছা অনুমান করা যায় না। লিখিত জবাব সংশোধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান না হলেও, নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার দাবি করার জন্য বাদীগণের উপর চুক্তি সম্পাদনের জন্য তাদের ইচ্ছা এবং প্রস্তুতি প্রমাণ করা বাধ্যতামূলক। শ্রী পি.এস. নরসিমহা, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী কর্তৃক নির্ভর করা আনিগ্লাসে ইয়োহান্নান বনাম রামলথা এবং অন্যান্য (উপরে) মামলায় রায়ে, এই আদালত বলেছে যে, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ১৬(গ) ধারা এবং ব্যাখ্যা (ii) এর পিছনে মূল নীতি হলো, কোনো ব্যক্তি যদি চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের সুবিধা চায়, তবে তাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে তার আচরণ নির্দিষ্ট প্রতিকারের অধিকারী হওয়ার জন্য সর্বত্র নির্দোষ ছিল। উপরোক্ত রায়ে এই আদালত আরও বলেছে যে, প্রতিকার চাওয়া ব্যক্তির আচরণের ভিত্তিতে আদালত প্রতিকার মঞ্জুর করবে। রায়ের ১২ এবং ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদগুলি নিম্নরূপ:-

"১২. ব্যাখ্যা (ii) সহ ১৬(গ) ধারার পিছনের মূল নীতি হলো, কোনো ব্যক্তি যদি চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের সুবিধা চায়, তবে তাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে তার আচরণ নির্দিষ্ট প্রতিকারের অধিকারী হওয়ার জন্য সর্বত্র নির্দোষ ছিল। বিধানটি একটি ব্যক্তিগত বাধা আরোপ করে। প্রতিকার চাওয়া ব্যক্তির আচরণের ভিত্তিতে আদালত প্রতিকার মঞ্জুর করবে। যদি আরজি থেকে স্পষ্ট হয় যে বাদীর আচরণ তাকে প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী করে, তবে আরজি পর্যালোচনা করে তাকে প্রতিকার অস্বীকার করা উচিত নয়।

১৩. আইনের ১৬(গ) ধারা বাদীকে আরজিতে আবেদন করতে এবং প্রমাণ দিয়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্যতামূলক করে যে তিনি চুক্তির তার অংশ পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক ছিলেন। প্রায় একই ধরনের ঘটনা বিবেচনা করে, এই আদালত সূর্য নারায়ণ উপাধ্যায় বনাম রাম রূপ পান্ডে [১৯৯৫ সাপ (৪) এসসিসি ৫৪২: এআইআর ১৯৯৪ এসসি ৫৪২]-এ বলেছে যে বাদী তার আবেদন প্রমাণ করেছে।"

এই আদালতের উক্ত রায় এখানে আপীলকারীদের বক্তব্যকেও সমর্থন করে।

৩৯. আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীরা আরও বলেছেন যে, হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে, ০৩.০৫.২০০৫ তারিখের চুক্তি অনুসারে অবশিষ্ট অর্থ প্রতিপক্ষ-বাদীগণ জমা দেয়নি এবং উক্ত অর্থ এমন একটি তৃতীয় পক্ষ জমা দিয়েছে যার এই বিষয়ে কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যান্য বিষয়ে উপরে রেকর্ড করা আমাদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের মতামত হলো যে উক্ত বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

৪০. উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, আমাদের মতামত হলো যে, হাইকোর্ট দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে দায়ের করা আবেদনের উপর রায় প্রদানের মাধ্যমে মামলা ডিক্রি করে বিতর্কিত রায় পাস করে ত্রুটি করেছে। বিতর্কিত রায় বাতিল হওয়ার যোগ্য। সেই অনুযায়ী, খরচ সম্পর্কে কোনো আদেশ ছাড়াই এটি বাতিল করা হলো। সেই অনুযায়ী, আপীল মঞ্জুর করা হলো এবং ২০১৭ সালের ২৬৮ নম্বর এফএও(ওএস)-এ ২০১৮ সালের ২রা আগস্ট প্রদত্ত বিতর্কিত রায় বাতিল করা হলো এবং ২০০৭ সালের ১৫৫৭ নম্বর আইএ-তে ২০১৭ সালের ২৪শে জুলাই বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক পাস করা আদেশ পুনরুদ্ধার করা হলো। ফলস্বরূপ, উপরোক্ত ২০০৭ সালের ১৫৫৭ নম্বর আইএ খরচ সম্পর্কে কোনো আদেশ ছাড়াই খারিজ করা হলো।

৪১. যেহেতু এটি আবেদন করা হয়েছে যে বিতর্কিত আদেশ পাস হওয়ার পরে, প্রতিপক্ষ-বাদীগণ অবশিষ্ট বিবেচনা অর্থ জমা দিয়েছে, তাই তারা সুদ সহ, যদি থাকে, তা ফেরত পাওয়ার অধিকারী।

৪২. আমরা আরও স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, এই আদালতের সিদ্ধান্ত এবং পর্যবেক্ষণগুলি শুধুমাত্র দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে প্রতিপক্ষ-বাদীগণ কর্তৃক দায়ের করা আবেদনের উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ এবং পক্ষগুলির সমস্ত বক্তব্য খোলা রাখা হলো এবং হাইকোর্টের নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে মামলায় বিবেচনার জন্য আসা বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত রেকর্ড করার জন্য এটি খোলা রাখা হলো। আমরা হাইকোর্টকে ২০০৬ সালের ২০৪৬ নম্বর সিএস(ওএস)-এর বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করছি।

অঙ্কিত জ্ঞান আপীল মঞ্জুর করা হলো।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu